দৈনিক
ইনকিলাব

30 APR 2008
পৃঃ ১৮ কঃ ২

ফটিকছড়িতে গণশিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠানে ইফা ডিডি

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে মাওলানা মান্নানের অবদান

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক একেএম কামরুজ্জামান বলেছেন, দেশে চলমান মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সাবেক ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এমএ মান্নান সাহেবের অবদান। তারই দাবীর প্রতিফলন। মন্ত্রী থাকা কালে এরশাদ সরকারের শেষ সময়ে দেশের সকল ইমামের এক সমাবেশে মাওলানা মান্নান সাহেব মসজিদের ইমামদের বেতনভুক্ত করার দাবী উত্থাপন করলে তৎকালীন সরকার প্রধান তাতে সায় দেন, এবং পরবর্তীতে আমরা ইমামদের বেতন দেয়ার জন্য প্রস্তাবনা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করি। এ নিয়ে বহু টানাহেঁচড়া শেষে ১৯৯৩ সালে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম কর্মসূচী নামে এটি অনুমোদন লাভ করে এবং প্রথমে ১২টি মসজিদ থেকে শুরু হয়ে আজ তা এক হাজার মসজিদে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ কার্যক্রম পুরো নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অত্যন্ত সফলতার সাথে সাক্ষরিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। তাই এ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মেয়াদ আবারো বাড়িয়ে জাতির উন্নতিতে অসামান্য অবদান রাখার ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। তিনি গত সোমবার ফটিকছড়ি উপজেলা পরিষদ হলে ২০০৭ সাল শেষে অনুষ্ঠিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৩০টি কেন্দ্রের ৯০ ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। ইফা'র উপজেলা সুপারভাইজার মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফটিকছড়ি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান আলম, ফটিকছড়ি প্রেস ক্লাব সভাপতি সাংবাদিক সৈয়দ জাহেদ কুরাইশী। বক্তব্য রাখেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কারী মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা বেলাল উদ্দীন, মাওলানা জাফর উদ্দীন, মাওলানা আজিজুল্লাহ বাবর ও নুর হোছাইন নিজামী প্রমুখ।